শনিবারের ক্লাস নিয়ে বিভ্রান্তি, স্পষ্ট করলেন শিক্ষক নেতা আজিজী

ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১১

কোলাজ ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের টানা ৮ দিনের আন্দোলনে পড়াশোনার যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে আগামী চার শনিবার ক্লাস নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে লাইভে এসে তিনি বলেন, ২০ নভেম্বর থেকে স্কুল-মাদ্রাসায় বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। এর আগে হাতে মাত্র চারটি শনিবার আছে। তাই সবাইকে অনুরোধ করছি, এই চার শনিবার ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

আজিজী বলেন, আমাদের আন্দোলনে দেশের সাধারণ মানুষ পাশে ছিল। এখন তাদের সন্তানদের পাশে থাকা আমাদের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেটিই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।

শনিবার ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন- এ বিষয়ে তিনি বলেন, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত নয়, আমাদের নিজের বিবেকের তাড়না থেকে নেওয়া পদক্ষেপ। শনিবার ক্লাস মানে ভবিষ্যতে শনিবার স্থায়ীভাবে চালু করা নয়। এটা সাময়িক, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, সরকার যদি আমাদের এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে ৬ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়ে মন্ত্রণালয় ঘেরাও করা হবে। এখন আমাদের মধ্যে যে ঐক্য তৈরি হয়েছে, সেটি ব্যবহার করে শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার আদায় করব।

তিনি পরিষ্কার করে জানান, আগামী সপ্তাহ থেকেই দেশের সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনিবার খোলা থাকবে। এটি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী জোটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কেউ যদি তা অমান্য করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেষে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত কোনো প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নয়; বরং শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ। আজ আমরা যদি তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার না করি, ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলনে জাতি আমাদের পাশে দাঁড়াবে না।

উল্লেখ্য, বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ বৃদ্ধিসহ তিন দাবিতে আন্দোলন করেন শিক্ষকরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে দুই দফায় বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৭.৫ শতাংশ আগামী নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে, আর দ্বিতীয় দফায় আগামী জুলাই মাস থেকে পর মোট ১৫ শতাংশ কার্যকর হবে। তবে এটি নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোনো প্রজ্ঞাপন দেয়নি।